মুজিবনগরে মসজিদের দখলকৃত খাস জমির একমালিকানা হস্তক্ষেপ ঠেকাতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৬০ বছর ধরে মসজিদের কাজে ব্যাবহিত খাস জমির উপর একমালিকানা হস্তক্ষেপ ঠেকাতে মানববন্ধন করেছে গৌরীনগর দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ কমিটি ও মুসল্লীগণ।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় তার বলেন,মসজিদের সাথে একটি ডোবা খাস জমি ৬০ বছর ধরে মসজিদ কমিটি মসজিদের কাজে ব্যাবহার করে আসছে।
বর্তমানে গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে সামাদুল এবং আনারুল ইসলামের ছেলে সুমন নামের দুইজন মিটিকে জোর পূর্বক দখল করার চেষ্টা করছে।

মসজিদ কমিটির সভাপতি বলেন, মসজিদের সাথে একটি ডোবা খাস জমি ৬০ বছর ধরে মসজিদ কমিটি মসজিদের কাজর ব্যাবহার করে আসছে। তবে জমিটি বর্তমানে মসজিদের পশ্চিম পাশের সামাদুল ও সুমন নামের দুইজন জমিটিকে জোর পূর্বক দখল করার চেষ্টা করছে।

তাই জমিটির দখল ঠেকাতে এবং জমিটি মসজিদের নামে আইন অনুযায়ী লিজ দেয়ার জন্য আমরা উপজেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজকে মানববন্ধন করছি। মানববন্ধনে মসজিদ কমিটির সদস্য এবং শত শত মুসুল্লী অংশ নেয়।

এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, মানববন্ধনের পরে উভয়পক্ষ আমার কাছে এসেছিলেন। উভয়পক্ষের আমিন ও সরকারি আমিন দিয়ে মেপে মিমাংসা করার বিষয়ে উভয়পক্ষ মত দিয়েছেন।

কোটচাঁদপুরে বিলের খাসের জমি দখল নিয়ে রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষ

কোটচাঁদপুরে বিলের খাসের জমি দখল নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে রক্ত ক্ষয়ি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে করে করে উভয় পক্ষের ১০ জন আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত ৭ দিকে স্থানীয় ভাটাম তলা মোড়ে এ সংঘর্ষ হয়। তবে আর কোন সংঘর্ষের আশংকা নাই বলে জানিয়েছেন থানা কর্মকর্তা। জানা যায়, উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামের পাশেই অবস্থিত তালতলা বিল। এ বিলের জমি দখল নিয়ে গেল বৃহস্পতিবার রাত ৭ দিকে স্থানীয় ভাটাম তলা মোড়ে চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম ও অমেদুল ইসলাম পেরেক গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
এতে উভয় পক্ষের ১০ জন আহত হয়েছেন। তাদেরকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন স্থানীয়রা। যার মধ্যে রয়েছে চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম গ্রুপের চেয়ারম্যানের ভাই খায়রুল ইসলাম (৩৫),ইয়ারুল ইসলাম (৩৩) তরিকুল ইসলাম (৩০) সাদ্দাম হোসেন (২৮) নজরুল ইসলামের আনোয়ারা খাতুন (৭০) ও ভাই বউ সাগরিকা খাতুন (২৬)।
অন্যদিকে অমেদুল ইসলাম পেরেক পক্ষের রয়েছে, সুন্নত মন্ডল (৬৫), শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক (৫০), মফিজুর রহমান (৪৮), আমিনুর রহমান
(২৮) ও আসাদুল ইসলাম(৫০)।
এদের মধ্যে শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাকে যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। ওই ঘটনায় মর্জিনা খাতুন বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করেছেন। মামলা নাম্বার-৪, তারিখ-১২-০৭-২৪। বিষয়টি নিয়ে বলুহর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজু ভাই খায়রুল ইসলাম বলেন,বিলের জমি নিয়ে পেরেকের সঙ্গে গোলযোগ চলছিল। বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিয়ে পেরেক পাড়ায় গিয়ে হুমকি দেন। ওইদিন সন্ধ্যা বেলায় বলুহর বাটাম তলায় যায়। এরপর তারা আমাদের উপর হামলা করে। এতে করে আমার তিন ভাই মা ও ভাই বউ সহ ৫ আহত হয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি রয়েছে। তিনি বলেন, ওই সময় তারা আমার ভাই ও আমার কাছে থাকে টাকা ছিনিয়ে নেন। অমেদুল ইসলাম পেরেক বলেন, আমার পিতা দাখিলা মূলে ওই জমি চাষবাদ করে আসছি। নজু চেয়ারম্যান গায়ের জোরে পুকুর করে দখল করে রেখে ছিল। তিনি বলেন, ওই জমি নিয়ে আদালতে মামলা ছিল। সেই মামলার দুইটি রায়ও আমি পেয়েছি।
এ ছাড়া কয়েকদিন আগে কোটচাঁদপুরে সার্কেল সাহেবের সালিশেও বলে দিয়েছেন। এরপরও বৃহস্পতিবার তারা এ মারামারি করলো আমাদের সঙ্গে। চেয়ারম্যান তাঁর লোকজন দিয়ে এক শিক্ষকসহ ৫ জন কে আহত করেছেন। বিষয়টি নিয়ে থানায় মামলা করা হয়েছে। তিনি বলেন, চেয়ারম্যান ক্ষমতা দেখিয়ে গ্রামের অনেক মারধর করেছেন। এবার আর তাকে ছাড় দেয়া

হবে না।
কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন, ওই ঘটনায় কতজন ভর্তি আছে তা আমার জানা নাই। আপনি জরুরি বিভাগে ডাক্তার শারমিনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলতে পারবেন। এরপর ডাক্তার শারমিনের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, কখন কবে মারামরি হয়েছে, তা আমার জানা নাই। এই মাত্র আপনার কাছে শুনতে পেলাম। আর ওই তথ্য নিতে হলে হাসপাতালে এসে নিয়ে যান।
কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামুন বলেন, ওই ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। আরেকটি মামলার প্রস্তুতি চলছে। ওই মামলার বাদি মর্জিনা খাতুন। তিনি বলেন, মূলত বিলের খাস জমি দখলকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষের ঘটনা। বিষযটি নিয়ে আর কোন সহিংসতার আশংকাও নাই বলে জানিয়েছেন তিনি।

গাংনীতে খাস জমিতে ঘর বানানোকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে, আহত-৩

গাংনী উপজেলার পিরতলা গ্রামে সরকারি খাস জমিতে ঘর বানানোকে কেন্দ্র করে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে উভয় পক্ষের নারীসহ ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ সোমবার (১ মে) সকালের দিকে পিরতলা গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

আহতরা হলেন, আইনাল হোসেনের স্ত্রী শিল্পী খাতুন (২৫), ছিদ্দিক আলীর ছেলে লিমন হোসেন (১৮) ও অপরপক্ষের আলতাব হোসেনের ছেলে মাহফুজ হোসেন (২৮)।

আহতদের মধ্যে লিমন হোসেন ও শিল্পী খাতুনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মাহফুজ হোসেনকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত শিল্পী খাতুন জানান, ১ শতক সরকারি খাস জমিতে আমি ঘর তৈরী করছিলাম। এসময় প্রতিপক্ষ মাহফুজ হোসেন তাতে বাধা দিয়ে আমার উপর হামলা করে।

অপরদিকে মাহফুজ হোসেন বলেন, লিমন একজন মাদকাসক্ত। তাই মাদক সেবন করে এসে আমার উপর হামলা চালিয়েছে।

এঘটনায় উভয় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানান তারা।

মেহেরপুরে ৫৮ শতক সরকারি খাস জমি প্রভাবশালীর দখলে

মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনাডাঙ্গা গ্রামে ১ নং খাস খতিয়ানের ৫৮ শতক সরকারি খাস জমি অবৈধভাবে দখল করেছেন প্রভাশালী গোলাম আলী।

মেহেরপুর জজকোর্টের (এপিপি) ও মেহেরপুর পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জেলা প্রশাসক বরাবর এক আবেদনের মাধ্যমে এ তথ্য জানা গেছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার রামনগর মৌজার আরএস ৬০৮/৬০৯ দাগের ৫৮ শতক জমি দখলে নিয়েছেন এলাকার মৃতু আফসার আলীর ছেলে প্রভাবশালী গোলাম আলী।

স্থানীয়রা নাম না প্রকাশ শর্তে জানান গোলাম আলী এলাকার একজন বিত্তবান মানুষ। তার বাবার ও নিজের নামে মাঠে অনেক জমি জমা রয়েছে। তারপরেও গোলাম আলী সরকারি খাস জমি অবৈধভাবে দখল নিয়ে বাড়ি ও গোডাউন নির্মাণসহ করেছেন। তারা বলেন, তাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে পারেনা।

গোলাম আলী জানান, এটি আমার বাপ দাদার জমি। এটা খাস হয়ে গেছে। আমি সরকারের নামে মামলা করেছি। আমি আদালতের সাথে বুঝবো। সাংবাদিক ফোন দেওয়ার কে। আপনারা ফোন দিয়ে বিরক্ত করছেন কেনো ? আপনি আর আমাকে ফোন দেবেননা।

মেহেরপুর সদর ইউএনও মো: ওবায়দুল্লাহ বলেন, এটা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের তহশীলদারের সাথে কথা বলবো। সরকারি খাস জমি হলে ওই জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হবে।

গাংনীতে জাল দলিল করে খাস জমি বিক্রি করতে গিয়ে গ্যাড়াকলে প্রতারক

ভূঁয়া জাতীয় পরিচয়পত্র ও জাল দলিল প্রস্তুত করে খাস খতিয়ানভূক্ত প্রায় আড়াই বিঘা জমি বিক্রি করতে গিয়ে গ্যাড়াকলে পড়েছেন গাংনী উপজেলার কোদাইলকাটি গ্রামের মোঃ আবুল কাশেম নামের এক ভূমি প্রতারক।

এঘটনায় গাংনী উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার মাহফুজ রানার বাদী হয়ে গাংনী ওই প্রতারকের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার কোদাইলকাটি গ্রামের জসিম উদ্দীনের ছেলে মো: আবুল কাশেম যার (এনআইডি নম্বর ১৪৬৩১৪৮১৩৮)গত সোমবার (৫ সেপ্টেম্বর)প্রায় সাড়ে ৭৬ শতক সরকারি খাস খতিয়ান ভুক্ত (অর্পিত সম্পত্তি) জমি মো: আবুল কাশেম নিজের নামে জাল দলিল সৃষ্টি করে বিক্রির জন্য সাবরেজিস্ট্রি অফিসে আসেন।

বিষয়টি সাবরেজিস্ট্রারের সন্দেহ হলে তাৎক্ষনিকভাবে উপজেলা ভূমি অফিসে খোঁজ নেন।খোঁজ নিলে এই ভূমি জালিয়াতির তথ্য বেরিয়ে আসে।

দলিল লেখক মোঃ নাসির উদ্দিন (সনদ নম্বর ০২)দলিলটি মুসাবিদা করে দেন।

জানা গেছে, চলতি বছরের ২৩ জুন তারিখের মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালযয়ের রেকর্ড রুমের দায়িত্বে থাকা প্রস্তুতকারক, তুলনাকারী, রেকর্ড কিপার, সহকারী কমিশনারের জাল স্বাক্ষরে ৪টি আর এস রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি সৃষ্টি করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

ডেপুটি কমিশনারের মালিকানায় না দিয়ে এই খাস জমির মালিক প্রজা কলামে আবুল কাশেমসহ কয়েকজনের নাম ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এই সার্টিফাইড কপির ভীত শক্ত করতে প্রত্যেকটি রেকর্ড এর খাজনা দাখিলা যা অনলাইন বা ডিজিটাল প্রকৃতির এবং মটমূড়া ইউনিয়ন তহশিলদার বদরুন্নাহার স্বাক্ষরিত জমা দেওয়া হয়েছে। পরে এগুলো যাচাই বাছাইয়ে জাল পাওয়া গেছে।

সাবরেজিস্ট্রার মাহফুজ রানা জালিয়াত চক্রের হোতা আবুল কাশেমের নামে রেজিস্টারিং অফিসারের রেকর্ড ও নামজারির সঠিকতা যাচায়ের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এবং তার জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।আবুল কাশেমের দাখিল করা কাগজপত্র ও ব্যক্তির পরিচয় যাচাইও সম্ভব হয় না।

পরে দলিল এবং এল টি (ল্যান্ড ট্রান্সফার) নোটিশের সাথে সংযুক্ত জাল রেকর্ড ও জাল দাখিলা সমূহ জব্দ করা হয়েছে। তবে, বিষয়টি বুঝতে পেরে আবুল কাশেম পালিয়ে যায়।

জালিয়াতির ঘটনাটি সাধারণ ডায়েরি ভুক্ত করার জন্য আজ ৬ সেপ্টেম্বর) বিকাল গাংনী থানায় অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে।

এব্যাপারে সাব-রেজিস্ট্রার মো. মাহফুজ রানা বলেন, “সরকারি খাস জমি বা অর্পিত সম্পত্তি কোন ভাবেই হস্তান্তরযোগ্য নয়। কেউ জালিয়াতি করে রেকর্ড সৃজন করলে আমাদের কাছে কোন ডাটাবেইজ নেই যে ধরা যাবে। আবার, নিবন্ধন বিধিমালার বিধি ৪২ এ রেজিস্টারিং অফিসারের দায়মুক্তি থাকলেও আমরা সদা সচেতন থাকি।

ঘটনাটি সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হওয়ায় জেলা রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের নিকট অভিযোগটি জব্দকৃত কাগজপত্র ও দলিল সহ

মেহেরপুরে খাস জমি দখল পেতে প্রতিপক্ষকে রক্তাক্ত

সরকারি খাস জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে প্রতিপক্ষের হামলায় রক্তাক্ত জখম হয়েছেন শহিদুল ইসলাম (৫০) নামের এক দিন মজুর।

আহত শহিদুল ইসলাম বর্তমানে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

রবিবার (২১ আগষ্ট) দিবাগত রাতে সাড়ে ৯ টার দিকে প্রতিপক্ষ আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে তার ছেলে আল কাউছ সায়েম, আবু সালেহ, আমিরুলের অপর ভাই আজিজুল ও রুহুল লাঠি শোঠা ও ধারা অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। পরে মূমূর্ষ অবস্থায় শহিদুলকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

শহিদুল জানান, আমার কোনো জমি জায়গা নেই। তাই ৮ শতক সরকারি খাস জমি বন্দোবস্ত নিয়ে বসবাস করছি। আমাকে ওই খাস জমি থেকে বিতাড়িত করতে প্রতিপক্ষ আমিরুল ইসলাম ষড়যন্ত্র করছে। এনিয়ে দেওয়ানী আদালতে একটি মামলা চলমান আছে। আদালত জমির উপরে না যাওয়ার জন্য তাদের নির্দেশও দিয়েছে। তারপরেও জমিটি দখল নিতে ওই পক্ষটি আমাকে বারবার মারধর করে আসছে। হুমকি ধামকি দিয়ে আসছে।

গতকাল তারা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে আমার উপর হামলা চালিয়ে মাথায় ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। আমার মাথায় তিনটা সেলাই হয়েছে। এছাড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফোলা জখমের ক্ষত রয়েছে।

এঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি।